

দ্বি-জাতি তত্ত্ব

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর টু নেশন থিওরি বা জিন্নাহর টু নেশন থিওরি আমাদের উপমহাদেশের ইতিহাসের অন্যতম অধ্যায়। বিভিন্ন পরীক্ষায় বাইরাসিয়াল তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয় এবং এটির সামান্য বোধগম্যতা আপনাকে বাইরাসিয়াল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে এবং বাইরাসিয়াল তত্ত্ব কী জন্য উপস্থাপন করা হয়েছিল তা সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে সাহায্য করবে।

দ্বিজাতি তত্ত্ব দ্বিজাতি শব্দের

অর্থ দুটি জাতি। ভারতীয় উপমহাদেশকে হিন্দু ও মুসলমান দুই ভাগে বিভক্ত করার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করা হয় এবং এর প্রধান কারণ ছিল তৎকালীন হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে অনেক দ্বন্দ্ব ও অসাম্য। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের প্রথম দিনে হিন্দু ও মুসলমানদের দুটি পৃথক জাতি ও রাজ্যে বিভক্ত করার জন্য দ্বি-জাতি তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন। এই তত্ত্ব উপস্থাপনে সহায়ক।

অনেকেই বিশ্বাস করেন যে লাহোর প্রস্তাবটি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পেশ করা হয়েছিল এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদ পূর্ণ রূপ নিয়েছে। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের প্রথম দিনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বিখ্যাত দ্বি-জাতি তত্ত্ব ঘোষণা করেন। ওই ঘোষণায় তিনি বলেন, ভারতের সমস্যা দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে নয়, দুটি জাতির মধ্যে। এটি প্রধানত ভারতে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য এবং অসমতাকে নির্দেশ করে।

সে সময় হিন্দু-মুসলমান এতটাই বিভক্ত ছিল যে আলী জিন্নাহ মনে করতেন তাদের একসঙ্গে রাখা অসম্ভব। তিনি মনে করেছিলেন যে তাদের আলাদা জাতি হিসাবে আলাদা রাখা এবং কোনওভাবেই তাদের এক না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। যেহেতু তারা দুটি স্বতন্ত্র এবং পৃথক জাতি, তাই তাদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র তৈরি করাই সমাধান।

তিনি দ্বি-জাতি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন এভাবে, “হিন্দু-

মুসলিমদের ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন দর্শন, ভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি, ভিন্ন সাহিত্য, তাদের আন্তঃবিবাহের প্রথা নেই, একসঙ্গে চলার প্রথা নেই। পরস্পরবিরোধী মতাদর্শের ভিত্তিতে তাদের দুটি পৃথক সভ্যতা রয়েছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনবোধ ভিন্ন। তারা ইতিহাসের বিভিন্ন অংশ থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করে। কানের মহাকাব্য ভিন্ন; ইতিহাস ভিন্ন, এবং বিভিন্ন নায়ক তাদের বৈশিষ্ট্য। একপাশে নায়ক, আর অন্যদিকে মৃত। এক গ্রুপের জন্য জয় অন্য দলের কাছে পরাজয়। একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অন্যটি সংখ্যালঘু এই জাতীয় দুটি গোষ্ঠী নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হলে অসন্তোষ বাড়বে এবং অবশেষে রাষ্ট্রের সংবিধান ভেঙে পড়বে।”

১৯৩৯ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাজন সভার একটি অধিবেশনে, রাষ্ট্রপতি সভারকর ঘোষণা করেন, “ভারতকে আর অবিভাজ্য ও ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না”।

হিন্দু মহাসভার এই ভাষণ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে তার বিখ্যাত দ্বি-জাতি তত্ত্ব ঘোষণা করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি ঘোষণা করেন, “মুসলমানরা যে কোনো সংজ্ঞা অনুযায়ী একটি জাতি এবং তাদের অবশ্যই তাদের স্বদেশ, তাদের অঞ্চল এবং তাদের রাষ্ট্র থাকতে হবে,” মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্ব লাহিয়ার প্রস্তাবের দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল।

লাহোর অধিবেশনে জিন্না মুসলমানদেরকে প্রথম জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেন। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক ২৩ মার্চ ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য পৃথক বাসস্থান প্রতিষ্ঠার রূপরেখা দিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নির্দেশে চৌধুরী বলেকুজ্জামান এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। ইতিহাসের পাতায় আমরা যে অধ্যায়টিকে এখন লাহোর প্রস্তাব বলে জানি তা মূলত এই পুরো ঘটনার উপর ভিত্তি করেই ছিল। ধর্মের ভিত্তিতে দুটি জাতি বা রাষ্ট্র গঠনের এই ইস্যুটি হল দ্বি-জাতি তত্ত্ব।